বাংলাদেশ হাই কমিশন
নয়া দিল্লী, ভারত

১৫ এপ্রিল ২০২০

করোনাভাইরাসের কারণে ভারতে চলমান লকডাউন এর সময়সীমা বর্ধিত করার পরিপ্রেক্ষিতে আটকে পড়া বাংলাদেশীদের জন্য বিজ্ঞপ্তি

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রোধকল্পে ভারতে চলমান লকডাউন আগামী ০৩ মে ২০২০ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে যা ভারতে অবস্থানরত দেশী/ বিদেশী সকলের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। বর্তমান পরিস্থিতিতে ভারতে আটকে পড়া বাংলাদেশীদের নিম্নোক্ত বিষয়গুলো অবহিত করা যাচ্ছে:

- ভারত সরকার অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ভ্রমণের ক্ষেত্রে বিমান/ রেল/ গণ পরিবহন/ ব্যক্তিগত পরিবহন চলাচল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধের নির্দেশনা আরো কঠোরভাবে প্রয়োগ করছেন। ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর ১৪ এপ্রিল ২০২০ তারিখে প্রদত্ত বক্তব্যে সকলকে আরো নিবিড়ভাবে বিধিনিষেধসমূহ পালন করতে বলেছেন। বিদেশ থেকে প্রবাসী ভারতীয়দের দেশে প্রত্যাবর্তনেও নিষেধাজ্ঞা কঠোরভাবে মেনে চলা হচ্ছে।

- হাই কমিশন সার্বক্ষণিকভাবে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে এবং বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ে আটকেপড়া বাংলাদেশীদের সমস্যাদি অবহিত করে তা সমাধানের জন্য দেশ থেকে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। আপনারা অনেকেই দেশে ফেরার সম্ভাবনা সম্পর্কে জানতে চাচ্ছেন। প্রসঙ্গত, করোনাভাইরাস সংক্রমণের ভয়াবহতা মানবজাতির জন্য একটি নজিরবিহীন পরিস্থিতি। এটির প্রতিরোধ বা চিকিৎসায় অদ্যাবধি কোন প্রতিষেধক আবিস্কৃত না হওয়ায় নিজ নিজ আবাসনে অবস্থান ও পারস্পরিক দুরত্ব বজায় রাখাই সংক্রমণ রোধে সর্বোত্তম উপায় বলে স্বীকৃত। বহিরাঙ্গন কর্মকান্ড বিশেষ করে দীর্ঘ ভ্রমণে সহযাত্রীদের থেকে বা জনাকীর্ণ পরিবেশে সংক্রমণের সম্ভাবনা সর্বাধিক। তাই বিশ্বব্যাপী ভ্রমণের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে দেশে দেশে লকডাউন ঘোষণা করা হয়েছে। সেজন্য বাংলাদেশ ও ভারত উভয় সরকার জনস্বার্থে বিমান/ সড়কপথে অভ্যন্তরীণ/ আন্তর্জাতিক ভ্রমণ নিরুৎসাহিত করছেন। এটি একটি কষ্টকর ও হতাশাজনক পরিস্থিতি হলেও ভ্রমণেচ্ছু ব্যক্তির নিজের ও পরিবারের সদস্যদের তথা দেশবাসীর স্বাস্থ্য নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে ধৈর্য্যধারণের জন্য সকলের প্রতি অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।

- সব ধরণের পরিবহন বন্ধ থাকায় লকডাউন সময়কালে সরাসরি বা ভারতের অন্য শহর হয়ে বিমান/ স্থলপথে বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার কোন সুযোগ বর্তমানে নেই বলে স্বাগতিক সরকার জানিয়েছেন। তা সত্ত্বেও হাই কমিশন বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে প্রত্যাবর্তনের অনুমোদনের জন্য নিরন্তর যোগাযোগ ও নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আপনাদের সবার সমস্যাদি সম্পর্কে দেশে সরকারের উপর্যুক্ত পর্যায়ে আলোচনা চলছে। সিদ্ধান্ত আসা মাত্র হাই কমিশন নিজ উদ্যোগে আপনাদের সাথে যোগাযোগ করবে। সে সময় পর্যন্ত ধৈর্য্য সহকারে অপেক্ষা করার জন্য বিনীত অনুরোধ করা যাচ্ছে। আটকে পড়াদের খাদ্য, আবাস ও চিকিৎসার ব্যাপারে বাংলাদেশ হাই কমিশন ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। উক্ত বিষয়ে আপনাদের কারো কোন সমস্যা হলে আপনার অবস্থান, প্রয়োজনীয়তা ও পূর্ণ ঠিকানাসহ যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে। আমাদের টেলিফোন নাম্বারগুলোতে প্রচুর কল আসার কারণে ব্যস্ত থাকলে এসব নাম্বারের WhatsApp এ লিখিত বা কণ্ঠ বার্তা (Voice Message) পাঠাতে পারেন।

- বেঙ্গালুরুতে চিকিৎসা গ্রহণ করতে এসে আটকে পড়া বাংলাদেশী রোগী ও পরিবারের সদস্যদের জন্য নারায়না হাসপাতালের আন্তর্জাতিক শাখা থেকে বিনামূল্যে দুপুর ও রাতের খাবার সরবরাহের ব্যবস্থা অব্যাহত থাকবে। সকল আবাসন মালিকদের আটকেপড়া বাংলাদেশীদের নিকট হতে লকডাউন সময় পর্যন্ত হোটেল ভাড়া প্রদানে তাগিদ না দিতে অনুরোধ করা হয়েছে। এ বিষয়ে কোনরূপ ব্যতিক্রম হলে নারায়না হাসপাতালের আন্তর্জাতিক শাখাকে জানানো যেতে পারে।

- তামিল নাড়ুর চেন্নাই ও ভেলোর-এ আটকে পড়া বাংলাদেশীদের আবাসন ও খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। ভেলোর এর পর চেন্নাইতেও এ ব্যবস্থা সম্প্রসারিত করা হয়েছে বলে কর্তৃপক্ষ আমাদের জানিয়েছেন।

- ভারতের অন্যান্য বিমান বন্দরের ন্যায় চেন্নাই বিমানবন্দর থেকেও সকল নিয়মিত ফ্লাইট পরিচালনা স্থগিত হওয়ায় চেন্নাই-ঢাকার মধ্যে যাতায়াতকারী ইউএস-বাংলা এয়ারলাইন্স তাদের নিয়মিত ফ্লাইট বাতিল করেছে। তবে যারা উক্ত এয়ারলাইন্স এ ইতোমধ্যে টিকেট ক্রয় করেছিলেন তাদেরকে বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ফেরানোর প্রচেষ্টা চলছে। প্রয়োজনীয় অনুমোদন পাওয়া গেলে কয়েক দিনের মধ্যে এ ব্যাপারে অগ্রগতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সংশ্লিষ্ট যাত্রীদের বিমান সংস্থাটির সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। পরবর্তীতে প্রয়োজনীয়সংখ্যক যাত্রী থাকলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে চেন্নাই থেকে আরো ফ্লাইট পরিচালনার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। উল্লেখ্য, এ সকল ক্ষেত্রে দেশে ফেরার পর আন্তর্জাতিক নিয়মানুযায়ী স্বাস্থ্য সনদ প্রদান ও ০২ (দুই) সপ্তাহের প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারেন্টাইন পালনসহ বিবিধ বিধান অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা থাকবে।

- চেন্নাই ছাড়া ভারতের অন্য কোন শহর/ রাজ্য (দিল্লীসহ) থেকে বর্তমান পরিস্থিতিতে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিমান, রেল বা অন্য কোন পরিবহনের মাধ্যমে দূরবর্তীস্থানে/ ভিন্ন রাজ্যে যাতায়াতের সুযোগ নেই। তবে এ ব্যাপারে সর্বাত্নক প্রচেষ্টা চলছে। সিদ্ধান্ত আসা মাত্রই আপনাদের অবহিত করা হবে।

- যেসব ছাত্র-ছাত্রীরা ভারতে শিক্ষারত আছেন তাদের সকলের প্রাতিষ্ঠানিক কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। আপনাদের আবাসনের সমস্যা হলে বা খাবারের অপ্রতুলতা দেখা দিলে যোগাযোগ করুন। স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান ও ভারত সরকারের সহযোগিতায় এসব ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

- যাদের ভিসার মেয়াদ লকডাউন সময়ের মধ্যে উত্তীর্ণ হয়ে যাবে, তাদেরকে এ বিষয়ে চিন্তিত না হওয়ার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিনা ফি তে ভিসার মেয়াদ প্রয়োজনীয় সময় পর্যন্ত বৃদ্ধির জন্য হাই কমিশন ভারত সরকারকে অনুরোধ করেছে।

- স্মরণাতীতকালের ভয়াবহতম এই দুর্যোগময় পরিস্থিতি আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবেলা করতে হবে। সচেতনতা, সতর্কতা ও পারস্পরিক সংবেদনশীলতা আমাদেরকে এ কঠিন পরিস্থিতিতে সাহস যোগাবে। আপনারা ধৈর্য্য না হারিয়ে পরস্পরকে সহযোগিতা করুন। ভারতে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনসমূহ সব সময় আপনাদের পাশে রয়েছে। সম্প্রতি ১৪২৭ বাংলা নববর্ষ শুরু হয়েছে যা আমরা প্রথাগতভাবে পালন করতে পারিনি। তবে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এ অমানিশার অন্ধকার ভেদ করে আমরা আলোকোজ্জ্বল প্রভাত ফিরিয়ে আনবোই। মানবতার এ ক্রান্তিলগ্নে আপনাদের সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য। আপনারা সুস্থ থাকুন, ভাল থাকুন, নিরাপদে থাকুন।